Pamphlet

আত্তারের চিঠি

(Bengla)

মাদানী অনুরোধ: এই চিঠি প্রত্যেক বছর জুমাদাল আখের শেষ বৃহস্পতিবারে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা/ জামেয়াতুল মদীনা/ মাদারিসুল মদীনাতে পাঠ করে শুনিয়ে দিন। (এই বৃহস্পতিবার পাঠ করে শুনিয়ে দিন।) ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের জন্য। জামেয়াতুল মদীনা ছাত্র-ছাত্রী (ইসলামী ভাই, ইসলামী বোনদের জন্য) মাদানাসাতুল মদীনা বৃহস্পতিবার দিনের বেলায় পাঠ করে শুনিয়ে দিন এবং কারকারদিগী আমার কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করুন।)

আত্তারের চিঠি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সগে মদীনা মুহাম্মাদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী, রযবী عُفِيَ عَنْهُ এর পক্ষ থেকে **সকল ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন, মাদরাসাতুল মদীনা সমূহ ও জামিআতুল মদীনা সমূহের শিক্ষকমন্ডলী, শিক্ষার্থী, শিক্ষিকাবৃন্দ ও শিক্ষার্থীনীদের** খেদমতে কাবা শরীফের আশ পাশ ঘুরে আসা মদীনা শরীফের সবুজ গম্বুজকে চুমে আসা **রজবুল মুরাজ্জব, শাবানুল মুআয্যম ও রমযানুল মোবারকের** রোজাদারদের বরকতে পরিপূর্ণ খুশীতে আন্দোলিত হওয়া সালাম।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَال

হো না হো আজ কুছ মেরা যিকর হুযুর মে হুয়া,
ওয়ারনা মেরি তরফ খুশী দেখকে মুসকোরায়ে কিঁউ। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ পুনরায় আরেকবার আনন্দের দিন আসছে, **রজবুল মুরাজ্জব** মাস আগমনের পথে। এ মোবারক মাসে ইবাদতের বীজ বপন করা হয়, **শাবানুল মুআয্যমে** অনুশোচনার অশ্রু দ্বারা পানি সেচ দেয়া হয়, আর রমযানুল মোবারকে রহমতের ফসল কাটা হয়।

রজবের প্রথম (শুরুর) তিনটি রোযার ফযীলত

রজবুল মুরাজ্জবকে সম্মানকারীগণ! শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণে এবং হালাল রোজগারে যদি বাধা না আসে, আর মা বাবাও যদি বারণ না করেন, তবে খুব শীঘ্রই ও খুব তাড়াতাড়ি ধারাবাহিকভাবে তিন মাস অথবা যারা যতটা সম্ভব হয় ততটা রোযা রাখার জন্য কোমর বেধেঁ প্রস্তুত হয়ে যান। সেহরী ও ইফতারে কম আহার করে **পেটের কুফ্‌লে মদীনা**ও লাগিয়ে নিন।

হায় যদি এমন হত! প্রতিটি ঘরে আর বিশেষ করে আমার সকল মাদরাসাতুল মদীনা ও সকল জামিআতুল মদীনায় যদি রোযার বাহার এসে যেত। সুতরাং প্রথম রজব শরীফ থেকেই রোযা রাখা শুরু করুন।

রজবের প্রথম (শুরুর) তিনটি রোযার ফযীলতের কথা কি বলব! হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত রয়েছে: **মদীনার তাজদার, নবীদের সরদার, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"রজবের প্রথম দিনের রোযা তিন বছরের কাফ্‌ফারা, আর দ্বিতীয় দিনের রোযা দুই বছরের এবং তৃতীয় দিনের রোযা এক বছরের কাফ্‌ফারা; অতঃপর প্রতি দিনের রোযা এক মাসের কাফ্‌ফারা স্বরূপ।"**

(আল জামিউস সগীর, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৫১। দালায়িলে শাহরে রজব, লিল হাল্লাল, ৭ পৃষ্ঠা)

মে গুনাহ্‌গার গুনাহো কে সিওয়া কিয়া লাতা,
নেকিয়া হোতি হ্যায় হুরকার নেকোকার কে পাছ।

নফল রোযা সমূহেরও মহান মর্যাদা রয়েছে, এ প্রসঙ্গে দুইটি হাদীস শরীফ দেখুন:

www.dawateislami.net

(১) ফিরিশতাগণ মাগফিরাতের দো'আ করেন

হযরত সায়্যিদুনা উম্মে আম্মারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: **হুযুরে আনওয়ার, রাসুলে মুখতার, শাহে বাহ্‌রোবার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন, তখন আমি **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে খাবার পেশ করলাম, তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমিও খাও।" আমি আরয করলাম: আমি রোযা রেখেছি। তখন **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যতক্ষণ রোযাদারের সামনে কিছু খাওয়া হয়, ততক্ষণ ফিরিশতারা ঐ রোযাদারের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করতে থাকে।" (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৮৫)

(২) রোযাদারের হাড়গুলো কখন তাসবীহ্ পড়ে!

একদা হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হলেন, সে সময় **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নাস্তা করছিলেন। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে বিলাল! নাস্তা করো।" হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি রোযাদার। তখন **উম্মতের সুপারিশ কারী, রহমতের নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি নিজের রুযী খাচ্ছি আর বিলালের রিযিক জান্নাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হে বিলাল! তুমি কি জান, যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদারের সামনে কিছু খাওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার হাড়গুলো তাসবীহ্ পড়তে থাকে, আর ফিরিশতারাও তার জন্য দো'আ করতে থাকে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫৮৬)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: এতে জানা গেল, যদি খাবার খাওয়ার সময় কেউ এসে পরে, তাকে খাওয়ার জন্য ডাকা সুন্নাত, তবে যেন মন থেকে ডাকা হয়, মিথ্যা–বিনয় যেন না হয়, আর আগত ব্যক্তিও যেন এরূপ মিথ্যা না বলে যে, আমার খাওয়ার ইচ্ছা নেই। যেন ক্ষুধা এবং মিথ্যার সংমিশ্রণ হয়ে না যায়। বরং যদি খেতে না চান, তবে বলে দিন: **আল্লাহ্ তা'আলা** বরকত দিন। এটাও জানা গেল, **নবী করীম, হুযুর পুর নূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে নিজের ইবাদত গোপন করা উচিত নয়, বরং যেন প্রকাশ করে দেয়া হয়, যাতে **রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেটার সাক্ষী হয়ে যায়। এটা (প্রকাশ করা) রিয়া নয়। (হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর রোযার কথা শুনে, যা কিছু ইরশাদ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা এটা) অর্থাৎ আজকের রুযী আমরাতো এখানে খেয়ে নিচ্ছি, আর হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সেটার বিনিময় জান্নাতে খাবেন। ঐ বিনিময় এর থেকে উত্তম হবে বেশিও হবে, আর হাদিসে সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক অর্থে রয়েছে। সত্যিই যে সময় রোযাদারের প্রতিটি হাড় ও প্রতিটি জোড়া তাসবীহ্ পাঠ করে। যা রোযাদার জানেনা, কিন্তু **ছরকারে মদীনা, প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শুনেন। (মিরাত, ৩য় খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা)

যদিও পূর্বে পাঠ করে থাকেন তবুও উভয় রিসালা (১) **"কাফন ফেরত"** রজবের বাহার সম্বলিত ও (২) **" প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **এর মাস"** নামক রিসালা পাঠ করে নিন। এ ছাড়া প্রতি বছর শাবানুল মুআয্যমে ফয়যানে সুন্নতের প্রথম খন্ডের অধ্যায় ফয়যানে রমযানও অবশ্যই পড়ে নিন। যদি সম্ভব হয় তবে **ঈদে মিরাজুন্নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্পর্ক অনুসারে ১২৭ বা ২৭টি রিসালা অথবা সামর্থ অনুযায়ী **ফয়যানে রমযান**ও বন্টন করুন এবং অগণিত সাওয়াব অর্জন করুন। সাধারণভাবে সকল ইসলামী ভাই ও বিশেষভাবে জামিয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনা সমূহের ক্বারী সাহেব বৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী, নাযিমবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যথাভরা হৃদয়ে মাদানী অনুরোধ করছি, দয়া করে আমি জীবিত থাকা অবস্থায় ও আমার ইন্তিকালের পরেও বেশী বেশী যাকাত, ফিতরা, কুরবানীর চামড়া ও অন্যান্য দান সদকা সংগ্রহ ও জমা করতে থাকুন। ইসলামী বোনেরা অন্যান্য ইসলামী বোনদেরকে ও মুহরিমদের (অর্থাৎ- যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ) উৎসাহ দিন। **আল্লাহ**র কসম! আমি ঐ সমস্ত শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে শুনে খুবই খুশী হই, যারা নিজেদের গ্রামে বা শহরে যাওয়ার ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে রমযানুল মোবারকে জামিআতুল মদীনাতে কাটান এবং নিজ মজলিশের জাদোয়াল (পথ নির্দেশিকা) অনুযায়ী চাঁদার বস্তার দায়িত্ব পালন করেন। যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ কোন অপারগতা ছাড়া শুধু অলসতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, তাদের জন্য আমার মন কাঁদে।

www.dawateislami.net

বিশেষ মাদানী ফুল: যে কোন ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন চাঁদা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, তাদের চাঁদার ব্যাপারে জরুরী আহকাম জানা ফরয। প্রত্যেকের খেদমতে আকুল আবেদন যে, যদি অধ্যয়ন করে থাকেন তারপরও **দাওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"চাঁদার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর"** পুনরায় অধ্যয়ন করুন। **হে আল্লাহ!** যে সব আশিকানে রাসুল রমযানুল মুবারকে চাঁদা ও কুরবানীর ঈদে চামড়ার জন্য কষ্ট করে আমার মন খুশি করেন, তুমি তাদের উপর চিরস্থায়ী ভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং তাদের ছদকায় আমি পাপী গুনাহ্গার, গুনাহ্গারদের সর্দারের উপরও সব সময়ের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাও। **হে আল্লাহ!** যে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন (অপারগতা না থাকা অবস্থায়) প্রতি বছর তিনমাস রোযা রাখা ও প্রতি বছর জুমাদিউল আখিরে **"কাফন ফেরত"** রিসালা ও রজবুল মুরজ্জবে **"প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর মাস"** ও শাবানুল মুআয্যমে **"ফয়যানে রমযান"** (সম্পূর্ণ) পাঠ করে বা শুনে নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, তাকে ও আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সমূহ দান কর এবং আমাদেরকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউসে **তোমার মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী করে রাখ। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জশনে মিরাজুন্নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দাওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে **রজবুল মুরাজ্জবের** ২৭তম রাতে (২৬ তারিখ দিবাগত রাত) **জশ্নে মিরাজুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য ইজতিমায়ে যিক্র ও নাতের মাহফিলে সকল ইসলামী ভাইয়েরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করুন। এছাড়া ২৭শে রজব শরীফের রোযা রেখে ৬০ মাসের রোযা রাখার সাওয়াবের হকদার হোন।

রজব কি বাহারো কা সদ্কা বানাদে,
হামে আশিকে মুস্তফা ﷺ ইয়া ইলাহী!

চোখের নিরাপত্তার জন্য মাদানী ফুল

পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের পর ডান হাত কপালের উপর রেখে يَا نُوْرُ **১১**বার এক নিঃশ্বাসে পাঠ করুন এবং উভয় হাতের সব আঙ্গুলে ফুঁক দিয়ে চোখের উপর বুলিয়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অন্ধত্ব, দৃষ্টি ক্ষীণতা ও চোখের সকল রোগ থেকে নিরাপত্তা অর্জিত হবে। **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমতে অন্ধত্ব দূর হয়ে যেতে পারে।

মাদানী অনুরোধ: এ চিঠি প্রতি বছর জুমাদিউল আখিরের শেষ বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতিমা, জামিআতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা সমূহে পাঠ করে শুনিয়ে দিন।

(ইসলামী বোনেরা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করে নিন।)

والسَّلامُ مَع الاكرام

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে **আক্বা** ﷺ
এর প্রতিবেশী হওয়ার

৭ যিলকাদাতুল হারাম ১৪৩৪ হিঃ
13-10-2013

www.dawateislami.net